

“রহিমা বিবি ও তারিক”

সঞ্জয় হালদার.....

কাঁচা মাটির দেওয়ালে সাদা সাদা ছাতা আর আগাছা এমনভাবে গজিয়ে উঠেছে যেন এইসব লাগানো হয়েছে। দেওয়ালের গায়ে মাঝে মাঝে জল ধারায় ঝুয়ে যাওয়া মাটির সরু সরু খাড়া দাগ স্পষ্ট বুঝিয়ে দিচ্ছিল যে পরবর্তী বর্ষার শুরুতেই দেওয়াল গলে পড়বে। গ্রামের শেষ প্রান্তে কোন রকমে ঠাঁই হয়েছে। স্বামী মরা এক স্ত্রী এবং তাঁর ছেলের।

সদরে যাওয়ার সময় আজও দখল করা পাকা বাড়ির মধ্যে থেকে অসামাজিক দিশী মদের গন্ধ। চেনা-অজানা-অচেনা, অ-মানুষের শব্দ ভেসে আসে। ঐ মাগি, ওর জলজ্যান্ত স্বামীকে খেয়েছে। ওর ছায়া মাড়ানো যে পাপ। রহিমা বিবি তাঁর ছেলের হাত ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সদরে। ওখানেই কিছু রোজগার হয়, পেট ভরে ভাত জোটানোর টাকা উঠে যায় কোনো রকমে।

রহিমা বিবি লেখা পরে পরে শোনাচ্ছে আর তারিক জোরে জোরে এক নাগারে টাইপ করে যাচ্ছে, খটা খট.....খটা খট...। একটু বেলা হতেই হবেক রকমের মানুষ আসছে আর যাচ্ছে। অফিস পাড়া, স্কুল, আদালত, সবই প্রায় কাছে। রাস্তার ফুটপাথে বসে রহিমা বিবি আর তারিক গোটা দিন টাইপ করতে থাকে। কালো অন্ধকার নেমে এলে রহিমা, তারিক কে একা রেখেই গ্রামের সরু সরু পথ ধরে শেষ প্রান্তে হেঁটে যায়। কালো অন্ধকার নেমে এলেই মরা মানুষের জামা-কাপড়, টাই পরে মাথায় জবজবে করে তেল লাগিয়ে বেড়িয়ে পড়েছে মধ্যপন্থী মার্কা মানুষের এক দল। এলাকা সূত্রে খবর, এই দলের সময় ঠিক, আকাশে কালো অন্ধকার নেমে আসা মাত্রই শুরু হয়।

তারিক কোনরকমে একহাতে টাইপমেশিন আর অন্য হাতে ফোলডিং লার্টি নিয়ে মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে এগিয়ে যায়, চেনা শেষ প্রান্তে। মাঝে তাঁদের পুরনো বাড়ির অনুভূতি পেলেই থম্ মেঝে যায় গোটা শরীর। চেনা চায়ের দোকানের কোলাহল, বাচ্চাছেলেটিকে দিয়ে বেশি বেশি করে কাজ করিয়ে নিচ্ছে “পচার হোটেল”এ। মাঝে মধ্যে ধমকানির আওয়াজ, ঝন্ঝনিয়ে বাসন পরার শব্দ। রাস্তার

মোড়ে বারোয়ারী খবরের কাগজ পড়ার ভীৰ,আর থেকে থেকে সালা শুমার গুলো সবাই সমান।মেই যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ।

তারিক হটাৎ করে থম্ মেরে যায়,কোথায় কোন শব্দ নেই।টাইপমেশিন মাটিতে রেখে, দেওয়ালের ওপর কান পেতে শুনতে চাইছে কি কথা হচ্ছে,থেকে থেকেই ফোলডিং লার্ঠি দিয়ে আঘাত করতে থাকে দেওয়ালের ওপর। দেওয়ালের ওপর সজোরে খামচাতে থাকে।কিছুটা দূরে থাকা পচার হোটেল থেকে পচা দৌড়ে বেড়িয়ে আসে।

এটা কী করছিস তারিক,এইরকম করলে যে তুই শেষ হয়ে যাবি।

তুমি তো সবই জানো,শেষ আর কি বা বাকি আছে।তারিক টাইপমেশিন হাতে তুলে হাঁটা দেয়।

শোন তারিক,শুনে যা। একা জাসনে ,আমার কথা শুনে যা।অমনটি করিস না।

অন্ধকার পেরিয়ে যদি ফিরে আসতে পারি।কথা বোলব তবে।আজ ক্ষমা করো।

আল্লাহ সকলের মঙ্গল করুন।

সমবেত চিংকারে কেঁপে ওঠে সৰু সৰু এলোমেলো গলি। এ সময়ে কে কথা বলে ? মাঝে মধ্যে ভারী বুটের দৌড়া-দৌড়ী ।

“মিছিলে চলো_চলুন বেড়িয়ে আসি” দেদার প্যাদাবে কোলকাতার নামিদামি রেস্টুরেন্ট এর বিরিয়ানি।

তারিক|এ দেশে ভরপেট খেতে পায় আর ক’জন ? বক্তৃতা,ভাষণ শুনলে মনে হয়,কানের মধ্যে গরম খুচরো শব্দ ঢেলে দিচ্ছে, ভগবান মার্ক ঠাকুরের দূত।

কোন প্রশ্ন নয়।খাও-দাও মজা মারো। ঘুরে বেড়াও,ভিক্টোরিয়া, চিরিয়াখানা।

এ দেশে একমাত্র সত্য , সবার ওপরে দল।দেশ, মানুষ পরে আসলেও আসতে পারে।

ক্ষমতার বীৰুধে মুখ খুললেই,মুখে তালা সঁটে দেওয়া হবে,সাথে বিনামূল্যে মিলবে একটি পদবি। মুখে মোটা সেলোটেপ লাগিয়ে দিব্যি হেঁটে যাচ্ছে। হেঁটে যাচ্ছে কালো

জোৰাপৰা মানুহ।গেৰুয়া বসন পৰে সেওতো মানুহ।মানুহ ক্ৰমাগত ডিগবাজী
মাৰছে,আৰ মানুহ হাততালি দিছে।

তাৰিক।গলিৰ মোড় আসতেই দাঁড়িয়ে পৰি। ৰাস্তাৰ ওপৰে ভাৰী বুটৰ শব্দে গোটা
শৰীৰ থম্ মেৰে যায়।আমি অন্ধকাৰ দড়িওয়ালা চশমা গলিয়ে,ফোলডিং লাঠি
সমেত দাঁড়িয়ে থাকি। ভয়ে-ডৰে এক পাও আগানোৰ সাহস পাই না।

হটাংই ঘৰটা ছেড়ে, ছুটে বেড়িয়ে যাওয়ার অদম্য ইচ্ছে আমাকে পেয়ে বসল।কিন্তু
আমার কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই বলে মাথা ঠাণ্ডা রেখে ওখানেই বসে
ৰইলাম। মা আমাকে ডেকেই চলেছে,গলার শিৰা ছিঁড়ে শব্দ কানে ঢুকছে।

ৰহিমা বিবি ঘৰে ঢুকেই গোটা শৰীৰ থম্ মেৰে যায়। চাৰিদিকে কাগজের পাতা
এলোমেলো,তাৰিকের ঠোঁট দুটি মোটা সুতো দিয়ে লম্বা লম্বা সেলাই কৰা।গোটা
মাথাটাই দড়ি দিয়ে মোড়ানো।

ৰহিমা বিবি।আমার কথা শোন।এৰাকমটি কৰিসনে,শেষ হয়ে যাবি। শোন
তাৰিক।

এলোমেলো কাগজে লেখা থাকলেও,বেশির ভাগ সাদা কাগজে..... বড় বড় কৰে
তাৰিখ লেখা শুধু মাত্ৰ।

ৰহিমাবিবি।এৰাকম ভাবে অকাৰনে গোটা কাগজে শুধু মাত্ৰ তাৰিখ লিখে
কাগজগুলি নষ্ট কৰছিস।

একটি গোটা লেখা পাতা তুলে দেখতে থাকে ৰহিমা বিবি,তাৰিক এ তো আমারই
বলা গল্প।

১৯.০৫.২০১৪_

কয়েকজনের মাথায় লাল ৰঙের টুপি।অন্যদের গোল চ্যাপটা টুপি।ভাৰী বুটৰ শব্দ
কানে জোৰ কৰে ঢেলে দিছে।দেখে মনে হত একদল দুঃখী প্ৰাপ্তবয়স্ক বাচ্চা খেলনা
বন্দুক হাতে হেঁটে চলেছে। প্ৰথমে আসত তিন-চাৰজন একদম অক্ষম।গায়ের ৰঙ

কালশিটে পড়ে যাওয়া ফ্যাকাশে। আর স্বলস্বলে চোখ দুটো দেখে মনে হত যেন
এক্ষুনি শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

০১.০৭.২০১৪_

না খেয়ে খেয়ে প্রায় সময় কাটছিল আর চারটে-পাঁচটা মানুষের মতই। ধীরে ধীরে
শাস্তিরা এসে বাসা বাঁধল। ঝুল কালি পরা সরকারি হাসপিটালে কাকভোরে লাইন
দিয়ে কিছু বিনামূল্যে সিরাপ আর ট্যাবলেট মিলে যায়। সব ঠিকঠাক চলছিলো,
মাঝে কটা দিন রাজনীতির দলাদলিতে জুটমিলের দরজায় তালা মেরে
দিল,লোকচক্ষুর আড়ালে।সাথে সিল সহ নোটসি সেন্টে দিল। এই সব ঘটনা,শরীরে
শাস্তিরা এসে বাসা বাঁধার পর বাবা আর বেশি দিন বাঁচেননি।

একদিন হাজার সাইকেলের ঘন্টির শব্দে ঘুম থেকে উঠে কোনরকমে এসেছি বাইরে।
কর্কশ গলায় এক পুরুষ বলে ওঠে_

রহিমা বিবি আপনার আর এখানে থাকা চলবে না।

।এই হিন্দু পাড়ায় মোসলমানের ঠাই নেই।

।ও মাগি ওর,জল জ্যান্ত স্বামীকে খেয়েছে,ওর ছায়া মাড়ানো ও যে পাপ।

।ভালোয় ভালোয় বলছি কেটে পড়ুন। (রীতিমতো আমাদের, “No man’s land” এ
ঠাই হল।

২৭.০৭.২০১৪_

এখন যেখানেই যাই পরিচিত মানুষ গুলোই, পরিচয় দেখতে চায়।হাজার গুণা প্রশ্ন,
যেন চোতা মুখুস্ত করে এসেছে। চোখে ভালো করে দেখতে পারি না, আমার চেহারা
কার মত দেখতে তা মা বলতে পারবে।আমি মুসলমানের মত দেখতে না হিন্দুর
মত। ভারী বুটের শব্দ করা মানুষ গুলো আমাকে বারে বারে জিজ্ঞাসা করে।

২৮.১২.২০১৪

সদর থেকে ফিৰতে ফিৰতে কালো অন্ধকাৰ হয়ে এসেছে গোটা বাতাসে। বাড়ির কাছা-কাছি আসতেই, সকলে চুপ মেৰে আছে মনে হয়। পোষা কুকুৰটিও আৰ ডাকে না। দৰজায় আঘাত কৰতেই, বোতল মাটিতে আছড়ে ফেলার শব্দ কানে এলো। দৰজায় জোৰে জোৰে আঘাত কৰতে থাকি। সকলে চুপ মেৰে আছে, দৰজায় কান পাতলে শোনা যায়, গোঙানির শব্দ। কোন এক জানোয়ার যখন জ্যান্ত নারীর ওপর ঝাঁপিয়ে পৰে, তাঁর পুরুষকে কামেম করার জন্য। সেই মুহূর্তে নারীর প্রতিবাদের শব্দ, যন্ত্রণার শব্দ কানে তীব্রের মত বিঁধছে। আমি ফোলডিং লাঠি দিয়ে আঘাত কৰতে থাকি। ততক্ষণে তাঁর পুরুষ দেখানো হয়েগেছে। তাঁর বীর্যপাত ঘটে গেছে। খানিকক্ষণ পর দৰজা খোলার শব্দ। ভারী বুটের শব্দ কৰতে কৰতে কে যেন বেড়িয়ে গেলো।

মায়ের শরীর থেকে ঠাণ্ডা নদীর স্রোত বয়ে যাচ্ছে। আমার হাত মুখের ওপর পড়তেই, হাতের আঙুল গুলো জলে ভিজে যেতে লাগলো। চোখ উত্তেজনায় জ্বলছে। ঠোঁট ভেজা, আধখোলা অবস্থায় রয়েছে।

কাকভোরে, রহিমা বিবিও পর্যন্ত টের পায়নি। তারিক অন্ধকার দড়িওয়ালা চশমা গলিয়ে, হাতে ফোলডিং লাঠি সমেত হাঁটা দিয়েছে। চেনা-অচেনা মানুষজন চোখ বিস্ফোরিত করে দেখতে থাকে। ঠোঁটদুটি মোটা সুতো দিয়ে সেলাই করা। গলায় পরিচয়পত্র ঝুলছে।

Name: sk. Tariq ali mandal. Father name: bipin mandal, Mother name: Rahima bibi. Nationality: Indian, Religion: muslim & hindu. Address: no man's land